যুগান্তর

তারিখ ... 03 MAY 2008 ...
পৃঃ ১২ কলাম ...

বগুড়া কৃষি কলেজ ৬ বছর বন্ধ

শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এক যুগ বেতন পান না

যোঃ নাজমুল হুদা নাসিম, *বগুড়া থেকে*

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বগুড়ার একমাত্র কৃষি কলেজ পরিচালনা কমিটির দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎসহ নানা কারণে গত ছয় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। ১১ বছর ধরে বেতন-ভাতাবঞ্চিত রয়েছেন দু'শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। ফলে অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হলেও সরকারি বা বেসরকারিভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠান চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উপজেলা প্রশাসন তদন্ত প্রতিবেদন ও জেলা প্রশাসন পরিচালনা কমিটির তালিকা দাখিল করতে বলেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। অরক্ষিত থাকায় ল্যাব সরঞ্জাম, আবাসাবপত্র, ফার্নিচার, টিন, ইট চুরি হয়ে গেছে। ভুক্তভোগীরা কলেজটি চালু করতে প্রধান উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট সবার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মরহুম ডা. ইয়াসিন আলীর উদ্যোগে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার চকরোড়া রানীরহাট এলাকায় ১৯৯৭ সালের ৬ জুন বগুড়া কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। তার মৃত্যুর পর বগুড়া-জয়পুরহাট আসনের সাবেক মহিলা সাংসদ বেগম কামরুন নাহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও খালেকুল ইসলাম বকুল নামে একজন সেক্রেটারি হন। কলেজ পরিচালনা কমিটি শিক্ষক পদে ২৪ জন ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে ২০০ জনকে নিয়োগ দেয়। অভিযোগ রয়েছে, তাদের কাছ থেকে ডেভেলপমেন্টের নামে বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছিল। পরের বছর কলেজটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি লাভ করে। শিক্ষক-কর্মচারীরা সঞ্চয়-সঞ্চয় বিক্রি ও ধারদেনার টাকা দিয়ে চাকরি নিলেও তারা বেতন-ভাতার মুখ দেখেননি। নানা কারণে কলেজে অচলাবস্থা দেখা দেয়ায় ১৯৯৯-২০০১ সেশনে ২৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের ১৮০ জনকে ভর্তি করিয়ে নেয়। চতুর্থ বর্ষের অবশিষ্ট ১০০ শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। এদিকে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে শিক্ষক-কর্মচারীরা বিএনপির বিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। এরপর বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির উপ-পরিচালক ড. আবদুর রশিদকে ডেপুটেশনে এ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া ডিসিকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটি ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ায় তাদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। তারা অনিয়মিতদের বাদ দিয়ে নিয়মিতদের নিয়োগ বৈধকরণের দাবি জানান। কিন্তু পরিচালনা কমিটি তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করায় কিছু শিক্ষক-কর্মচারী আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত ডিসিসহ নয়জনকে কারণ দর্শানো নোটিশ ও নিয়োগ বন্ধ করে দেন। এরপর থেকে কলেজের সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে রয়েছে। পরিচালকদের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের ব্যাপারে ২০০০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন ব্যুরোয় মামলা করা হয়।